গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

নং-২৮.০০.০০০০.০২০.১৬.০২৪.১৭.৮৮৯

তারিখ : ০১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫
১৫ মে, ২০১৮

বিষয়: **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ০৬.০২.২০১৪ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৮২.০০০.০০.০০.০৬.২০১৪(১৬/৩)-১৫, তারিখ: ৩০.১২.২০১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬.০২.২০১৪ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের **এপ্রিল, ২০১৮** মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৯ (নয়) ফর্দ।

(মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলু)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫১১৪৩

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
(দৃষ্টি আর্কষণ: পরিচালক-৫)।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), চট্টগ্রাম।
০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা), ঢাকা।
০৩। সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৪। আইসিটি কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৬। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৭। অফিস কপি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৬.০২.২০১৪ তারিখের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

এপ্রিল, ২০১৮

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১.	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় তারিখ: ০৬.০২.২০১৪	বর্তমান সরকারের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৪ অনুসারে জ্বালানি খাতে ঘোষিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। [বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৪-এ জ্বালানি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ: গ্যাসের যুক্তিসঙ্গত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী করার নীতি অব্যাহত থাকবে। গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও রিগ এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংগ্রহ করা হবে। নতুন গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র আবিষ্কারে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বাংলাদেশের উপকূল ও গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের অবশিষ্ট জেলাগুলোয় গ্যাস সরবরাহের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপচয় হ্রাসের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। গ্যাসের মজুদ সীমিত বিধায় ইতোমধ্যে বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানীর যে প্রক্রিয়া চলছে তা সম্পন্ন করা হবে এবং এজন্য মহেশখালী দ্বীপে এলএনজি টার্মিনালসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।]	গ্যাসের যুক্তিসংগত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার কার্যক্রম চলমান আছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-কে শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে ০৩টি রিগ (০২টি ড্রিলিং রিগ ও ০১টি ওয়ার্কওভার রিগ) ক্রয় করা হয়েছে এবং আরো ০২টি রিগ (০১টি ড্রিলিং রিগ ও ০১টি ওয়ার্কওভার রিগ) ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (বিস্তারিত ক্রমিক নং ১০ তে উল্লেখ করা হয়েছে)। অনশোর এলাকায় তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলনের জন্য রূপকল্প-২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনশোর এলাকায় বাপেক্স কর্তৃক ১০৮টি কূপ খনন, ৫৭০ লাইন কি.মি. ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ, ৯,৮০০ লাইন কি. মি. ২ডি সাইসমিক সার্ভে এবং ২,৯৪০ বর্গ কি. মি. ৩ডি সাইসমিক সার্ভে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ক্রমিক নং ২(ক) তে উল্লেখ করা হয়েছে)। সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান চালানোর জন্য ইতোমধ্যে ০৪টি ব্লকের (এসএস-০৪, এসএস-০৯, এসএস-১১ এবং ডিএস-১২) জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ক্রমিক নং ২ (খ) তে উল্লেখ করা হয়েছে)। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে খুলনা পর্যন্ত আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। নির্মাণাধীন পদ্মাসেতুর উপর দিয়ে ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৮.১৫ কি.মি. সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বর্তমানে দেশে দৈনিক ২৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। তবে চাহিদার তুলনায় এ উৎপাদন যথেষ্ট নয়। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এলএনজি আমদানীর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে (বিস্তারিত ক্রমিক নং৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে)।
২.		২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য জ্বালানি খাতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলো নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় কার্যপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য দেশের জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যে চাহিদা ও যোগানে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান পূরণ তথা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে: ক) গ্যাস মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম : দেশে বর্তমানে আবিষ্কৃত গ্যাস ফিল্ডের সংখ্যা ২৭টি, যার মধ্যে ২০টি বর্তমানে উৎপাদনে আছে। বর্তমানে এ সকল ফিল্ড হতে দৈনিক ২৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় কোম্পানি বাপেক্সকে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে কারিগরিভাবে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।

চলমান পৃষ্ঠা-০২

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ এর আওতায় বাপেক্স কর্তৃক মোট ১০৮টি কূপ (৫৫টি অনুসন্ধান কূপ, ৩১টি উন্নয়ন কূপ এবং ২২টি ওয়ার্কওভার কূপ) খনন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বাপেক্স কর্তৃক মোট ১৫টি কূপের (০৩টি অনুসন্ধান, ০১টি উন্নয়ন এবং ১১টি ওয়ার্কওভার) খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া কসবা #২ কূপের খনন ও বেগমগঞ্জ #৩ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ শুরু হয়েছে। সালদা নর্থ#১, কসবা #১ এবং সেমুতাং সাউথ#১ কূপ খননের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা যায়। কৈলাসটিলা#১ কূপের ওয়ার্কওভার করার লক্ষ্যে বাপেক্স কর্তৃক সংগৃহীত নতুন ওয়ার্কওভার রিগটি চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে কৈলাসটিলা#১ ওয়ার্কওভার কূপে স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে এবং কূপটি'র ওয়ার্কওভার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। হবিগঞ্জ#১ কূপের ওয়ার্কওভার করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ চলমান আছে। অনশোর এলাকায় তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলনের জন্য রূপকল্প-২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনশোর এলাকায় বাপেক্স কর্তৃক ৫৭০ লাইন কি.মি ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ, ৯,৮০০ লাইন কি. মি. ২ডি সাইসমিক সার্ভে এবং ২,৯৪০ বর্গ কি.মি. ৩ডি সাইসমিক সার্ভে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০৬ লাইন কি.মি ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ, ৪৭২৯ কি.মি. ২ডি সাইসমিক সার্ভে এবং ১৭৮৯ বর্গ কি. মি. ৩ডি সাইসমিক সার্ভে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
			খ) সমুদ্রাঞ্চলে অনুসন্ধান চালানোর জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে: (খ-১) প্রতিবেশি দেশের সাথে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি হওয়ায় সমুদ্রাঞ্চলের ব্লকসমূহকে পুন:বিন্যাস করে নতুনভাবে ব্লক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুমোদিত মডেল পিএসসি ২০১২-কে সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক আরও আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী করে খসড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৭ প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি অফশোর মডেল পিএসসি হালনাগাদকরণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। সম্প্রতি তারা Draft Final Report দাখিল করেছে। (খ-২) সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান চালানোর জন্য ইতোমধ্যে ০৪টি ব্লকের (এসএস-০৪, এসএস-০৯, এসএস-১১ এবং ডিএস-১২) জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো: ➢ অগভীর সমুদ্রের ব্লক এসএস-০৪ এবং এসএস-০৯ এ দ্বিমাত্রিক ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে আরও প্রায় ২৫৪২ লাইন কিলোমিটার ২-ডি ওবিসি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮ সালের প্রথম কোয়ার্টার নাগাদ ব্লক এসএস-০৪ এ ড্রিলিং শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তিতে দেরী হচ্ছে। এদিকে সমূদ্রের আবহাওয়া সাধারনত অক্টোবর-মার্চ সময়কালে শান্ত থাকে। অদ্যাবধি পরিবেশগত ছাড়পত্র না পাওয়ায় ২০১৮ সালের অক্টোবর নাগাদ এ ব্লকে ড্রিলিং কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা যায়। ➢ অগভীর সমুদ্রের ব্লক এসএস-১১ এ দ্বিমাত্রিক ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এ ব্লকে ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরীপ পরিচালনার লক্ষ্যে কন্ট্রাক্টর নিয়োগের জন্য বিড মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮ সালের মে মাসে এ ব্লকে ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরীপ পরিচালনা করা হবে । ➢ গভীর সমুদ্রের ব্লক ডিএস-১২ এ ৩৫৬০ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। এ ব্লকে ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরীপ পরিচালনার লক্ষ্যে EOI আহ্বান করলেও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২ডি ডাটা বিশ্লেষনের জন্য আরও কিছু সময় চেয়েছে যাতে মান সম্পন্ন ৩ডি ডাটা আহরণ করা যায়। এজন্য তারা তাদের ইতোপূর্বের নির্ধারিত এপ্রিল মাসের ৩ডি কার্যক্রম পিছিয়ে আগামী নভেম্বর ২০১৮ মাসে করবে বলে জানিয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৩

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			(খ-৩) বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলের ভূ-গঠন, তেল গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং Database তৈরী করে আগ্রহী আর্ন্তজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীর কাছে বিক্রয় এবং বিডিং রাউন্ডে অধিকসংখ্যক আর্ন্তজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে 'Multi-client Seismic Survey' পরিচালনা করার জন্য সফলকাম বিডারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির ০৩.০৮.২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে দরপত্র মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে আহবায়ক করে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভা ০১.০৯.২০১৬ ও ০৪.১২.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। (খ-৪) গভীর সমুদ্রের ব্লক ডিএস-১০ ও ডিএস-১১ এবং এসএস-১০ এ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের লক্ষ্যে EOI মূল্যায়ন শেষে গত ০৩.১১.২০১৬ তারিখে ০৩টি কোম্পানি বরাবরে RFP প্রেরণ করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়েরে মধ্যে কোন কোম্পানি প্রস্তাব দাখিল করেনি। (খ-৫) ব্লক ১৬ ম্যাগনামা এলাকায় স্যান্টোস এর সঙ্গে বাপেক্স এর যৌথভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাপেক্স কর্তৃক স্যান্টোসের ৪৯% শেয়ার ক্রয়ের লক্ষ্যে স্যান্টোস এবং বাপেক্স এর মধ্যে গত ১৮.০১.২০১৭ তারিখে Sale and Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষরিত হয়। ম্যাগনামা ষ্ট্রাকচারে একটি অনুসন্ধান কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে। ড্রিলিং হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে গ্যাসের কোন উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। গ) <u>দেশীয় কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি কার্যক্রম :</u> দেশীয় কয়লা জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ০৫টি কয়লা খনির মজুদের পরিমাণ ৩৫৬৫ মিলিয়ন টনের অধিক। বর্তমানে একটি কয়লা খনি (বড়পুকুরিয়া) হতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এ খনির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ টন। বর্তমানে এ খনি হতে দৈনিক ৪৫০০-৫০০০ মেট্রিক টন হারে কয়লা উৎপাদন করা হচ্ছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: ➢ বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোল বেসিনের সেন্ট্রাল পার্ট সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খনি বর্ধিতকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে Revised Study Proposal গত ৩১.০১.২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। স্টাডি প্রকল্পের আওতায় কনসালটিং ফার্ম এর সাথে ১৬.০২.২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান আছে। ➢ দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রস্তাবটি গত ০২.০২.২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ৩০.০৫.২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুয়ায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান আছে। ঘ) <u>জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি :</u> দেশে জ্বালানির চাহিদা ও ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ঘাটতি বিরাজ করছে। তবে এ পরিস্থিতিতেও কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার হচ্ছে না। অদক্ষ ব্যবহারের কারণে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক জ্বালানির প্রয়োজন হচ্ছে। এ জন্য আবাসিক খাতে গ্যাসের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রিপেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। সিএনজি ও শিল্প খাতে ইভিসি মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে সকল শ্রেণির গ্রাহককে ইলেকট্রনিক মিটারিং এর আওতায় আনা হবে (বিস্তারিত ক্রমিক নং-০৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে)। ঙ) <u>জ্বালানি ঘাটতি পূরণের জন্য এলএনজি আমদানী :</u> ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এলএনজি আমদানীর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে (বিস্তারিত ক্রমিক নং৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে)।

চলমান পৃষ্ঠা-০৪

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
৩.		প্রস্তাবিত কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণের পূর্বে কয়লা উত্তোলনের জন্য কৃষি জমির সর্বনিম্ন ক্ষতি নিশ্চিত করার স্বার্থে ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তির সন্ধান লাভের জন্য অপেক্ষা করা হবে।	প্রস্তাবিত কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণের পূর্বে কয়লা উত্তোলনের জন্য কৃষি জমির সর্বনিম্ন ক্ষতি নিশ্চিত করার স্বার্থে ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তির সন্ধান করা হচ্ছে।
৪.		কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের প্রয়োজনে যে জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতির সম্ভাবনা রয়েছে তাদের পুনর্বাসনের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	• কয়লা খনির জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। • খনি এলাকায় বসবাসরত ভূমিহীন পরিবারের আশ্রয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৩০ একর জমির উপর ০৫ ইউনিট বিশিষ্ট ৬৪টি ব্যারাক হাউস অর্থাৎ ৩২০টি ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা ভূমিহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে। • ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনসাধারণকে খনিতে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, স্কুল, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন, কবরস্থান উন্নয়নসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের জন্য সহায়তা করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে (বিসিএমসিএল) কর্মরত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে মাসে চাল ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ২,৬০০/- (দুই হাজার ছয়শত) টাকা হারে রেশন দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও এ রেশনের আওতায় পঙ্গু ও অসহায় শ্রমিকদের ৩,০০০/- (তিন হাজার) এবং খনিতে দুর্ঘটনাজনিত কারণে নিহত শ্রমিকদের পোষ্যগণকে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া পঙ্গু শ্রমিকদের এককালীন ২(দুই) লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। • বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। • কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে প্রতিটি শ্রমিককে বার্ষিক ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা প্রদান করা হচ্ছে। • ভবিষ্যতে অন্যান্য কয়লাক্ষেত্র গুলো উন্নয়নের ফলে যে জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতি ঘটবে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনসহ অন্যান্য কার্যক্রমে উন্নত দেশে বিদ্যমান পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে। • পার্বতীপুর ও ফুলবাড়ী উপজেলায় কমিউনিটি হাসপাতালগুলোতে বসার জন্য চেয়ার এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম হিসাবে স্টেথিস্কোপ এবং প্রেসার পরিমাপক যন্ত্র প্রদান করা হয়েছে। • এছাড়াও খনির আশে পাশের গ্রামগুলোতে মাইনিং জনিত কারনে ক্ষয়ক্ষতি হলে উল্লেখযোগ্য হারে ক্ষতিপূরণ/অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এলাকার মসজিদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কোম্পানির সিআরএফ ফান্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৫

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
৫.		**কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহের জন্য দেশীয় কয়লা খনি ব্যবহার না করে কয়লা রপ্তানীকারী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আলোচনা করে তাদের কয়লা খনি দীর্ঘমেয়াদী লীজ গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।**	**ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়লাখনি পরিচালনাকারী বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগের মাধ্যমে খনি লীজ নেওয়া কিংবা খনি পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য , দেশে আবিষ্কৃত ০৫টি কয়লা ক্ষেত্রের মধ্যে পেট্রোবাংলার আওতাধীন বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের সাথে Management, Production, Maintenance & Provisioning Services (MPM&P) চুক্তির আওতায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিচালনা করছে। বিদেশে লীজ গ্রহণ করে কয়লা খনি পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সক্ষমতা বিসিএমসিএল অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।** এছাড়াও সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী দেশে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পরিমান বিটুমিনাস/সাব বিটুমিনাস শ্রেণির উচ্চ তাপজ্বলন ক্ষমতা সম্পন্ন উন্নতমানের কয়লার চাহিদা বিবেচনা করে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত দেশসমূহে মাইন লিজ নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
৬		দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের অপ্রতুলতার বিষয় বিবেচনায় রেখে LNG সরবরাহের লক্ষ্যে Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপনের জন্য গৃহীত উদ্যোগ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	ক) ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে এলএনজি আমদানীর জন্য Excelerate Energy Bangladesh Limited, Singapore এর সাথে ১৮.০৭.২০১৬ তারিখে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৪ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ কমিশনিং এর জন্য প্রয়োজনীয় এলএনজিসহ ভাসমান টার্মিনাল (FSRU) বাংলাদেশে পৌছায়। মে, ২০১৮ মাসের শেষ নাগাদ টার্মিনালটি কমিশনিং করে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া মহেশখালিতে দ্বিতীয় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Limited এর সাথে ২০.০৪.২০১৭ তারিখে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৮/জানুয়ারি, ২০১৯ নাগাদ টার্মিনালটি চালু হবে বলে আশা করা যায়। খ) আমদানীতব্য এলএনজি জাতীয় গ্রীডে গ্যাস হিসেবে সরবরাহের লক্ষ্যে মহেশখালি-আনোয়ারা ৩০" ব্যাসের ৯১ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া মহেশখালি-আনোয়ারা ৪২" ব্যাসের ৭৯ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন, আনোয়ারা-ফৌজদারহাট ৪২" ব্যাসের ৩০ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন এবং চট্টগ্রাম-ফেনি-বাখরাবাদ ৩৬" ব্যাসের ১৮১ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। গ)"ভোলা-বরিশাল-খুলনা ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের দুই পর্যায়ে ১৪৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" প্রকল্পটি বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) সদয় নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ঘ) বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় বাস্তবায়ন নিমিত্ত বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) সদয় নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। গত ১৫.০২.২০১৮ তারিখে এ বিষয়ে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৬

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
৭)		ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দীঘায় স্থাপিতব্য FSRU থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে LNG আমদানীর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দীঘায় স্থাপিতব্য FSRU থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে LNG আমদানির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ North West Power Generation Company Ltd (NWPGCL) কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে H-Energy East Coast Private Ltd (HEECPL) কর্তৃক ভারতীয় অংশে নির্মিতব্য ৭০৫ কি. মি. পাইলাইনের টেন্ডার ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা PNGRB কর্তৃক বাতিল করা হয়। ভবিষ্যতে ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা IOCL কর্তৃক ভারতীয় অংশে পাইপলাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশ অংশে গ্যাস ট্রান্সমিউশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
৮)		জ্বালানি দক্ষতা (energy efficiency) বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে আবাসিক ও শিল্প খাতে গ্যাসের Pre-paid Meter সংযোগের চলমান কার্যক্রম জোরদার করা হবে।	জ্বালানি দক্ষতা (Energy Efficiency) বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে আবাসিক ও শিল্প খাতে গ্যাসের Pre-paid Meter সংযোগের চলমান কার্যক্রম সংক্রান্ত গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: ক) একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি. (টিজিটিডিসিএল) কর্তৃক মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া এলাকায় ৪৫০০টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। খ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের(এডিবি) অর্থায়নে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক জুন ২০১৫ এর মধ্যে ৮৬০০টি আবাসিক প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ) জাইকার অর্থায়নে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) কর্তৃক চট্টগ্রাম এলাকায় ৬০,০০০(ষাট হাজার)টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক ৩৭,৯৫১ টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার এবং কেজিডিসিএল কর্তৃক চট্টগ্রাম এলাকায় ২৭,২১৯টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ঘ) সকল বিতরণ কোম্পানিকে শিল্প গ্রাহকদের Electronic Volume Corrector (EVC) মিটার স্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তদানুযায়ী এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত বিতরণ কোম্পানি টিজিটিডিসিএল ১৩১০টি, বিজিডিসিএল ১৯৭টি, কেজিডিসিএল ৩০৩টি, জেজিটিডিএসএল ৬২টি এবং পিজিসিএল ৩৬টি গ্রাহক পর্যায়ে ইভিসি মিটার স্থাপন করেছে।
৯)		গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের সঞ্চিতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে এর দ্বারা জ্বালানি খাতে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে এডিপি বরাদ্দের (জিওবি ও প্রকল্প সহায়তা) ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।	বর্তমানে পেট্রোবাংলা এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন কোম্পানিসমূহে Annual Development Programme(ADP) এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। গ্যাসের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে মূলধনী খাতে বিনিয়োগ নির্বাহ করার বিষয়টি অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে গ্যাসের মূল্য সমন্বয় করে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি করতঃ গ্যাস সেক্টরের ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধান, উৎপাদন ও উন্নয়ন ব্যয় মেটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ইতোমধ্যে ২০টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে ,যাদের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৩৯.২০ কোটি টাকা। গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ব্যবহার করে আরো বেশি সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে এডিপি বরাদ্দের উপর নির্ভরশীলতা আরও হ্রাস পাবে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৭

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১০)		প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-কে শক্তিশালী করণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-কে শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত আছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: ➢ তৈল, গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ০৩টি রিগ (০২টি ড্রিলিং রিগ ও ০১টি ওয়ার্কওভার রিগ) ক্রয় করা হয়েছে এবং আরো ০১টি নতুন রিগ (ওয়ার্কওভার রিগ) ক্রয়ের কার্যক্রম চলছে। ওয়ার্কওভার রিগটি চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে কৈলাসটিলা#১ ওয়ার্কওভার কূপে স্থানান্তর চলছে। ➢ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজের জন্য বাপেক্স কর্তৃক 2D ও 3D Seismic Survey যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। আরও কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ➢ ইতোমধ্যে বাপেক্সে ১১৬জন নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ➢ বাপেক্স এর বিভিন্ন কারিগরি কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির কনসালট্যান্ট/পরামর্শক নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। ➢ বাপেক্স এর জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত মার্চ, ২০১৪ হতে মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ৪৪৯ জনকে বৈদেশিক এবং ৩৪০৩ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১১)		বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে জ্বালানি খাতে উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।	বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ সমূহের অর্থায়ন, জিওবি'র অর্থায়ন, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে বিধায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে জ্বালানি খাতে উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে প্রতীয়মান।
১২)		জ্বালানি তেলের বর্ধিত চাহিদা পূরণকল্পে ইস্টার্ণ রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপনের চলমান কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	ক) এ প্রকল্পের Project Management Consultant হিসেবে Engineers, India Limited (EIL) কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। খ) প্রকল্পের FEED ডকুমেন্ট তৈরির জন্য Technip, France এর সাথে ১৮.০১.২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গ) এ প্রকল্পের জন্য ৩০ একর জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ঘ) প্রকল্পটি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে লিকুইডিটি সার্টিফিকেটের জন্য ইআরএল/বিপিসি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ঙ) প্রকল্পের FEED সার্ভিস কাজের জন্য Technip, France-কে ১১টি ও মালয়েশিয়াকে ০৭টি ইনভয়েসের মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সর্বমোট ৮৯৪৩.২১ লক্ষ টাকা (AIT ও VAT সহ) প্রদান করা হয়েছে। ছ) Technip, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ড্রাফট FEED ডকুমেন্ট জমা দিয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৮

ক্রম নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১৩)		রিফাইনারীতে তেল পরিবহন নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত Single Point Mooring (SPM) অবিলম্বে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	ক) SPM প্রকল্পের জন্য ILF, Germany কে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। খ) প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) এর সাথে ২৯.১২.২০১৬ তারিখে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গ) কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলাস্থ মহেশখালি রেঞ্জের পাহাড় মৌজায় বনভূমির প্রাকৃতিক গাছ কর্তনের অনুমোদন প্রদান করার জন্য বনজ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ১,৩৬,৭৪,৯৪৯.১০ টাকা গত ১১.০১.২০১৮ তারিখে বন অধিদপ্তর বরাবর সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আগ্রাবাদ শাখার মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। বনভূমির প্রাকৃতিক গাছ কর্তনের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৮.০১.২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঘ) অফশোর সার্ভে কাজ ডিসেম্বর, ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। অনসোর সার্ভে কাজ কেইপিজেড (KEPZ) এলাকা ব্যতীত সম্পন্ন হয়েছে। ০৮.০১.২০১৮ তারিখে কেইপিজেড (KEPZ) এলাকার ভিতরে সার্ভে কাজ শুরু করা হলে কেইপিজেড (KEPZ) কর্তৃপক্ষ বাধা প্রদান করে। তদপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, কেইপিজেড (KEPZ), বিপিসি ও ইআরএল এর মধ্যে ১৪.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টি সুরাহা হয়। আগামী ০৫.০৩.২০১৮ তারিখ KEPZ এলাকায় সার্ভে কাজ শুরু হবে। ঙ) প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক গত ১২.০৩.২০১৮ তারিখ হতে কেইপিজেড (KEPZ) এলাকায় সার্ভে শুরু করেছে। সার্ভে কাজ এপ্রিল, ২০১৮ এর মধ্যে শেষ হবে। চ) China Exim ব্যাংকের সাথে আর্থিক বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চীনা এক্সিম ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক স্বাক্ষরিত Loan agreement টি Effective করার জন্য প্রকল্পটির অনুমোদন সংক্রান্ত ডকুমেন্টসমূহের ইংরেজীতে অনূদিত কপি, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের Environmental Impact Assessment (EIA) রিপোর্ট অনুমোদনসহ Environmental Clearance Certificate, Commercial Contract এর Supplementary Agreement এর স্বাক্ষরিত কপি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। (ছ) কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলাস্থ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। প্রকল্পের পাইপলাইন রুট বরাবর ভূমি ২২.০১.২০১৮ তারিখ হতে জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তর করা শুরু হয়েছে।
১৪)		ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারী থেকে জ্বালানি তেল রপ্তানীর প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	(ক) নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (NRL) এর শিলাগুড়িস্থ Marketing Terminal হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল (Gas Oil) সরবরাহের বিষয়ে সম্মত ও অনুস্বাক্ষরিত Sale & Purchase Agreement (SPA) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ২৩ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে অনুমোদন করে। বর্ণিত SPA সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে তা স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত Sale & Purchase Agreement (SPA) টি অর্থনৈতিক সর্ম্পক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা ও পিডিবি এর নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে পাইপলাইনটি নমালীগড়-পাবর্তীপুর হয়ে সৈয়দপুর ও বগুড়া পর্যন্ত বর্ধিতকরণের বিষয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (NRL) এর মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। (গ) পাইপলাইন নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য সম্যক ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিদের ট্রেনিং প্রদানের লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃপক্ষের NRL কর্তৃপক্ষের আলোচনা চলমান রয়েছে। (ঘ) গত ২১.০৩.২০১৮ হতে ২৫.০৩.২০১৮ তারিখে বিপিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে বিপিসি'র প্রতিনিধি দল NRL সফর করেন। উক্ত সফরে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা হয়। (ঙ) গত ০৯.০৪.২০১৮ তারিখে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন স্থাপনের বিষয়ে MoU টি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং ভারতের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব, ভারত স্বাক্ষর করেন।

চলমান পৃষ্ঠা-০৯

ক্রম নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১৫)		ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর মাধ্যমে সমুদ্র ও নদী অববাহিকায় সঞ্চিত বালিতে মূল্যবান খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	"বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গত বছরে প্রায় ১৮০০ বর্গ কি.মি. এলাকা হতে ৫টি বহিরংগণ কর্মসূচির মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। জিএসবিতে ১৫০টি বালি নমুনা বিশ্লেষণে বিপুল পরিমাণ খনিজ পদার্থ পাওয়া যেতে পারে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে। উক্ত নমুনাসমূহ হতে মূল্যবান খনিজ সনাক্তকরণের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে ২৫টি এবং বিসিএসআইআর-এ ২৭০টি নমুনা বিশ্লেষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রায় ১৫০০ বর্গ কি.মি. এলাকা হতে ০৫টি বহিরংগন কর্মসূচির মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহের কাজ চলমান আছে।
১৬)		দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কাছে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার স্বার্থে এবং পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এলপিজি'র ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।	১। দেশে ব্যাপকভিত্তিতে এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলপিজি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। কৌশলপত্রের সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন নীতিমালা-২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এতদসংশ্লিষ্ট আরও নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ২। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে এলপিজি'র ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহস্থালি কাজ ছাড়াও মোটরযানের জ্বালানি (অটো গ্যাস) হিসেবে, শিল্প কারখানায় ও উচ্চ ভবনে, বহুতল আবাসিক ভবনে রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে এলপিজি ব্যবহারের চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধনের জন্য নতুন বিধি, অধ্যায় সংযোজন, প্রতিস্থাপন করে তরলীকৃত এলপিজি নিরাপত্তা বিধিমালার খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু
যুগ্ম-সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার